PRINT

সমকাল

গাইডবই-নির্ভর শিক্ষক

# সরষের মধ্যেই ভূতের বাসা!

১১ ঘণ্টা আগে

দেশের মাধ্যমিক স্তরের ৩৭ শতাংশ শিক্ষক বাজার থেকে কেনা নোট-গাইডবইয়ের ওপর নির্ভরশীল- রোববার প্রকাশিত 'এডুকেশন ওয়াচ' প্রতিবেদনের এই তথ্য আমাদের যেমন উদ্বিগ্ন, তেমনই বিস্মিত করেছে। আমরা এই সম্পাদকীয় স্তম্ভেই অনেকবার বলেছি যে, পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি নোট, গাইড বা সহায়ক গ্রন্থ যে নামেই চালু থাকুক না কেন, তা শিক্ষাব্যবস্থার জন্য নেতিবাচক হতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে আমরা মূলত শিক্ষার্থীদের গাইডবই ব্যবহারের প্রতি আলোকপাত করেছিলাম। এও বলেছিলাম যে, শিক্ষার্থীদের গাইডবইয়ের প্রভাব কাটাতে শিক্ষকরা বড় ভূমিকা পালন করতে পারেন। এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদন প্রমাণ করছে, সরষের মধ্যেই ভূত! আমাদের মনে আছে, বছর দুয়েক আগে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান প্রকাশিত এক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছিল, ছাত্রছাত্রীদের প্রায় ৮০ শতাংশ বাজার থেকে কেনা নোট ও গাইডবইয়ের ওপর নির্ভরশীল। এখন যদি শিক্ষকদেরও উল্লেখযোগ্য অংশ এভাবে গাইডনির্ভর হয়ে পড়ে, তাহলে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠবে- পাঠ্যপুস্তক প্রণীত বইয়ের তাহলে কাজ কী? গাইডবই দেখেই যদি শিক্ষকরা পড়ান, তাহলে সেসব শিক্ষকেরই-বা থাকার দরকার কী? অথচ গাইডবইয়ের দৌরাত্ম্য কমিয়ে পাঠ্যবইয়ে মনোযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ চার দশক পুরনো। শিক্ষার্থীদের মূল বইয়ের ভাষ্য ও শিক্ষকের সরাসরি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমুখী করে তোলার জন্য ১৯৮০ সালেই নোটবই নিষিদ্ধ করে এই আইন প্রণীত হয়েছিল। কারণ, নোটবই শিক্ষার্থীদের যেমন ব্যবহারিক জ্ঞানবিমুখ করে তোলে, তেমনই নির্ভরশীল করে তোলে 'মুখস্থবিদ্যায়'। গাইডবইয়ে যেহেতু প্রশ্নোত্তর আকারে থাকে, মূল বইয়ের মতো পাঠ্যক্রম হৃদয়ঙ্গম করে উত্তর তৈরি করতে হয় না; বেআইনি এসব বই অপর বেআইনি কর্ম নকলবাজিরও সুবিধা করে দেয়। আইনটির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে নোট ও গাইডবইয়ের সর্বনাশা কারবার কতদূর পৌঁছেছে, আলোচ্য জরিপ তার প্রমাণ। আমরা মনে করি, গাইডবইয়ের উৎপাদন ও বিপণন বন্ধ না করা পর্যন্ত এই পরিস্থিতির উন্নতি কঠিন। আমরা গভীর হতাশার সঙ্গে দেখি, কেবল নোটবই উৎপাদন ও বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট নয়, এমনকি শিক্ষকরাও শিক্ষার্থীদের গাইডবই কিনতে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। এ নিয়ে শিক্ষানুরাগী মহল ও সংবাদমাধ্যমে সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পক্ষে উচ্চ আদালতে রিট করে দাবি করা হয়েছিল- তারা 'নোট' নয়, বরং 'গাইড' বই বিক্রি করছেন। উচ্চ আদালত এর ফলে 'গাইড' বইও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু মাঠের পরিস্থিতি যে সামান্যই পরিবর্তিত হয়েছে, এবারে এডুকেশন ওয়াচের প্রতিবেদন

তার প্রমাণ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এখনই সক্রিয় হতে হবে। আমরা দেখতে চাইব, অবিলম্বে আইন ও আদালতের আদেশ বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছে কর্তৃপক্ষ। তারও আগে তাড়াতে হবে সরষের ভূত। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের সুবিধার জন্য শিক্ষা ধ্বংসের এই কারবার আর চলতে দেওয়া যায় না।

---

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com